ইউনিট ৭

বাংলাদেশে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থার ভূমিকা

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে সমাজকল্যাণ কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্র, এলাকা বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ এবং স্থান কাল পাত্রভেদে সকল মানুষের সার্বিক দিকের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনই আধুনিক সমাজকল্যাণের অন্যতম লক্ষ্য। বিশ্ব মানবতার মৌলিক চাহিদা পূরণ, দুঃখ-দুর্দশার অবসান, আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধান এবং জীবন ও সুস্বাস্থ্যের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান তথা সামগ্রিক কল্যাণ বিধানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণের উদ্ভব। আর আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য রয়েছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সেবামুলক সংস্থা, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান।

বিশেষতঃ জাতিসংঘ (UN) ও এর বিশেষায়িত সংস্থাসমূহ এক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হলোঃ

পাঠ ১ ঃ আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থার ধারণা
পাঠ ২ ঃ জাতিসংঘ (United Nations Organigation)
পাঠ ৩ ঃ জাতিসংঘের জরুরী শিশু তহবিল (UNICEF)
পাঠ ৪ ঃ জাতিসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)
পাঠ ৫ ঃ জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)
পাঠ ৬ ঃ কেয়ার বাংলাদেশ (CARE)
পাঠ ৭ ঃ ইনফাণ্ড ডো মোণ্ড (EDM)

পাঠ- ১ ঃ আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থার ধারণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

☞ ৭-১:১ আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থা কী?
☞ ৭-১:২ আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থার পটভূমি কী?
☞ ৭-১:৩ আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থার প্রকারভেদ কী?

৭-১:১ আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থা

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তৃত সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় পরিচালিত সমাজসেবামূলক কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ বলে। W. A. Friedlander (১৯৬৭ : ৫০০) এর মতে, International social work in its narrower sense comprises welfare activities under the auspicious of international agencies-governmental or voluntary- but social services in foreign countries may also be called international social work" অর্থাৎ সংকীর্ণ অর্থে আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ বলতে সরকারী বেসরকারী আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের পৃষ্ঠপোষকাতায় পরিচালিত সমাজকল্যাণ কার্যক্রমকে বুঝানো হয়-তবে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহে পরিচালিত সমাজসেবা কার্যক্রমকেও আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ বলা যায়।

সহজভাবে বলা যায়, বিশ্বের সকল মানুষের কল্যাণে সংঘটিত আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থার কাজই আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ। যেমন মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ, দুর্ভিক্ষ নিবারণ ইত্যাদি। এসব কার্যক্রম যে সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হয়, একেই আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থা বা সংগঠন বলে। যেমন জাতিসংঘ, রেডক্রস ইত্যাদি।

এসব সংস্থা ও এদের কার্যক্রমের (আন্তঃসমাজকল্যাণের) লক্ষ্য হচ্ছে সমাজকল্যাণ কর্মসূচী প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিশ্বের মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত করা।

৭-১:২ আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থার পটভূমি

উনবিংশ শতাব্দীতে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন আলাপ আলোচনা দ্বি-পাক্ষিক যোগাযোগ, আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, সামরিক সহযোগীতা, প্রভৃতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্তরে জাতিসমূহকে সংঘবদ্ধ করে। পরবর্তীতে সালিশি আদালতে (১৮৯৯ হেগ-এ) আন্তর্জাতিক আইন, সন্ধি, চুক্তি, কুটনীতি সম্মেলন, কনভেনশন, প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংগঠনে ইন্ধন যুগিয়েছে। সমাজকল্যাণের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন হচ্ছে ১৮৯৩ সালে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত 'দানশীলতা, সংশোধন ও মানবহিতৈষণার আন্তর্জাতিক সম্মেলন (International Corgress Of Charities, Correction And Philanthropy)। ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারী বিশ্বের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে (মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইড্রো উইলসনের প্রস্তাবে) লীগ অব নেশন্স এর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

আন্তর্জাতিক পরিসরে বৃহত্তর পর্যায়ে সর্বপ্রথম বেসরকারী সংস্থা হচ্ছে রেডক্রস। ১৮৬৪ সালে মানবতাবাদী হেনরী ডুন্যান্ট (Henry Dunant) এর প্রচেষ্টায় রেডক্রস গড়ে ওঠে। চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য সরবরাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে রেডক্রস তাৎপর্য্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আন্তর্জাতিক সংগঠন ও সমাজকল্যাণের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হচ্ছে জাতিসংঘ (UNO) লীগ অব নেশন্স এর ব্যর্থতা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে শান্তি, সম্প্রীতি ও নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে জাতিসংঘ এবং এর বিভিন্ন অংগ ও বিশেষায়িত সংস্থার মাধ্যমে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গৃহীত হয়। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO), ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রশাসন (UNRRA), উদ্বাস্তু বিষয়ক হাই কমিশন (UNHCR), জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল (টঘঋচঅ) প্রভৃতি বিশেষায়িত সংস্থাসমূহ আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণে অপরিসীম অবদান রেখে যাচ্ছে।

সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিভিন্ন সমাজকল্যাণ সংস্থা ব্যাপকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যেমন আমেরিকান বন্ধু সেবা কমিটি (AFSC), সেভ দ্য চিলড্রেন, ইনফ্যান্ট ডু মনডে (EDM), কেয়ার (CARE), বিশ্বব্যাংক (WB), সার্ক (SARRC), এস ও এস (SOS) প্রভৃতি।

৭-১:৩ আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থার প্রকারভেদ

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য বিচারে ফ্রিডল্যান্ডার এগুলোকে চারভাগে ভাগ করেছেন ঃ

১. আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সরকারী সংস্থা (Government Agencies of International Character) ঃ যেমন- জাতিসংঘ, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনেস্কো, প্রভৃতি।

২. আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বেসরকারী সংস্থা (Private International Organisations) ঃ যেমন- আন্তর্জাতিক রেডক্রস, ওয়াই. এম. সি. এ, ওয়াই. ডাব্লিউ. সি. এ. প্রভৃতি সংস্থা এ পর্যায়ভুক্ত।

৩. জাতীয় সরকারী সংস্থা (National Government Agencies) ঃ এসব সংস্থা জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এদের কর্মসূচী পরিচালিত হয়ে থাকে। যেমন ইউ. এস. চিলড্রেন ব্যুরো।

৪. জাতীয় বেসরকারী সংস্থা (National Private Agencies) ঃ যেমন- এসব সংস্থা কোন দেশের বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হলেও বিশ্বের অন্যান্য দেশে গিয়েও কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যেমন ড্যানিশ, রেডক্রস, চার্চ ওয়ার্ল্ড সার্ভিস প্রভৃতি।

সার-সংক্ষেপ

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণের শুভ সূচনা হয়। এ সময় সেবাদান কার্যক্রম পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বহু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ ধরনের সম্মেলনগুলোই পরবর্তী পর্যায়ে আন্ত র্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থা গড়ে তোলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারী লীগ অব নেশন্স গঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ ও এর বিশেষায়িত সংস্থা যেমন ইউনিসেফ, ইউনেসকু, ফাও, আই এল ও,এবং অন্যান্য সেবা সংস্থা যেমন কেয়ার. ইডিএম, সেভ দ্য চিলড্রেন, বিশ্বব্যাংক ইত্যাদি সংস্থা আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ এর নতুন ক্ষেত্র তৈরী করে।

আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ হলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী উদ্দ্যোগে পরিচালিত সমাজসেবামূলক তৎপরতা। এ কর্মকাণ্ড যে সংস্থা, সংগঠন বা সমিতি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে তাকে আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থা বলে। আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থা চার প্রকার যেমন ক) আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সরকারী সংস্থা খ) আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বেসরকারী সংস্থা গ) জাতীয় সরকারী সংস্থা ঘ) জাতীয় বেসরকারী সংস্থা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : অনুশীলনী ৭.১

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১ আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ কী?

২ আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থার প্রকারভেদ কী?

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। সমাজকল্যাণের প্রথম ____ হচ্ছে ___ সালে ___ অনুষ্ঠিত _____ ও _____ সম্মেলন।

২। _____ সালের _____ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠ– ২ ঃ জাতিসংঘ (United Nations Organigation)

উদ্দেশ্য
এই পাঠটি পড়ে আপনি বলতে পারবেন

- ☞ ৭-২:১ জাতিসংঘের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ধারণা
- ☞ ৭-২:২ জাতিসংঘের শাখাসমূহ
- ☞ ৭-২:৩ জাতিসংঘের লক্ষ্যসমূহ
- ☞ ৭-২:৪ জাতিসংঘের মূলনীতি বা সনদ
- ☞ ৭-২:৫ জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ কি কি ?

৭-২:১ জাতিসংঘের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ধারণা

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের প্রেক্ষাপটের পর ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারী প্যারিস সম্মেলনে লীগ অব নেশন্স (Laegue Of Nations) গঠিত হয়। এর লক্ষ্য ছিল জাতিসমূহের মাঝে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে বিশ্ব মানবতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সে প্রচেষ্টা সংগঠিত হওয়ার পূর্বেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ১৯৪১ সালের ১৪ আগষ্ট দ্বিতীয়বার একটি 'আন্তর্জাতিক সংস্থা' গঠনের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র (USA) এবং যুক্তরাজ্য (UK) 'আটলান্টিক সনদ' (Atlantis Charter) নামে একটি সনদে স্বাক্ষর করে। ১৯৪২ সালে চীন (China) এবং সোভিয়েত ইউনিয়নও (Soviet Union) উক্ত সনদে স্বাক্ষর দান করে। স্বাক্ষরকৃত এই দলিল 'সম্মিলিত জাতিসংঘ ঘোষণা' (United Nations Declaration) নামে অভিহিত হয়।
পরবর্তীতে এই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত সানফ্রান্সিসকোতে ৫০ টি দেশের প্রতিনিধিদের যে সম্মেলন হয় সেখানেই জাতিসংঘ সংগঠিত রূপ ধারণ করতে শুরু করে। কারণ এ সম্মেলনই সর্বসম্মতভাবে আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের মূলনীতি (Basic Principles) প্রণয়ন করা হয়।
গৃহীত নীতির ভিত্তিতে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ আত্মপ্রকাশ করে। এজন্যই প্রতি বছর ২৪ অক্টোবরকে বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ১৮৮ এবং এর সদর দপ্তর (Head Quarter) নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত।

৭-২:২ জাতিসংঘের শাখাসমূহ

সর্বমোট ৬টি পরিষদের মাধ্যমে জাতিসংঘ তার সমগ্র কার্যক্রম পরিচালনা করে

১. সাধারণ পরিষদ (Genaral Assembly)
২. নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)
৩. সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ (Social and Economic Council)
৪. অছি পরিষদ (Trusteeship)
৫. আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice)
৬. সচিবালয় (Secretariat)

৭-২:৩ জাতিসংঘের লক্ষ্যসমূহ

যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে জাতিসংঘের কার্যাবলী পরিচালিত হয় সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. বিশ্বশান্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত কাজ করা;
২. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিরোধ সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা;
৩. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য অস্ত্রাদি নিয়ন্ত্রণ করা;
৪. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে সমঅধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা।
৫. বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিরাজমান বিদ্বেষমূলক মনোভাব বিদূরিত করা।
৬. পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষের মৌল মানবিক অধিকার সংরক্ষণ করা।
৭. মানবাধিকার সংরক্ষণকল্পে বিভন্ন ধরনের জনকল্যাণ ও জনসেবামূলক কার্যাবলী পরিচালনা করা।
৮. জাতিসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রে কার্যরত জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর কার্যাবলীর মধ্যে যথোপযুক্ত সমন্বয় সাধন করা।

৭-২:৪ জাতিসংঘের মূলনীতি বা সনদ

যে সকল মূলনীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে জাতিসংঘ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালায় সেগুলো হচ্ছে

১. সকল সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করা।
২. সকল সদস্য রাষ্ট্র জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত দায়িত্বসমূহ অবশ্যই পালন করবে।
৩. আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার বিঘ্নিত না করে সকল সদস্য রাষ্ট্র তাদের সমস্যাবলী সমাধান করবে।
৪. সকল সদস্য রাষ্ট্র একে অপরের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করবে এবং শক্তি বা হুমকি প্রদর্শন থেকে বিরত থাকবে।
৫. জাতিসংঘ কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বা বাধ্যতামূলক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সকল সদস্য রাষ্ট্র অবশ্যই তা অনুসরণ করবে।
৬. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে জাতিসংঘ বহির্ভূত দেশও যাতে এ সংস্থার আদর্শ মেনে চলে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা।
৭. কোন দেশের আভ্যন্তরীন বিষয়ে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করবেনা।

জাতিসংঘের মূলনীতি ও আদর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রায় ১৫ টি বিশেষ সংস্থা (Specialized Agencies) সারা বিশ্বে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কর্মসূচীর সূচনালগ্ন থেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জাতিসংঘ সহযোগীতা করে আসছে। ১৯৫৩ সালে জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ দলের প্রত্যক্ষ সহযোগীতা ও পরামর্শে বাংলাদেশে প্রথম সরকারী তথা পেশাদার সমাজকল্যাণ কর্মসূচীর সূত্রপাত ঘটে।

৭-২:৫ জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ

বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও আর্ত মানবতার সেবায় জাতিসংঘের যে সকল সংস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রেখে আসছে সেগুলোর নাম নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক. ইউনিসেফ (UNICEF) খ. বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) গ. খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)
ঘ. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ঙ. জাতিসংঘের জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল (UNFPA)
চ. ইউনেস্কো (UNESCO) ছ. জাতিসংঘের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম (UNRRA)

সার-সংক্ষেপ

১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের প্রেক্ষাপটের ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারী লীগ অব নেশন্স গঠিত হয়। বিভিন্ন কারণে এ সংস্থা ব্যর্থ হলে সংঘটিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জন্মলাভ করে জাতিসংঘ। প্রতি বছর ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস পালিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৮৮ এবং এর সদর দপ্তর নিউইয়র্ক শহরে। জাতিসংঘের শাখা ৬টি ক) সাধারণ পরিষদ, খ) নিরাপত্তা পরিষদ, গ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ, ঘ) অছি পরিষদ, ঙ) আন্তর্জাতিক আদালত ও চ) সচিবালয়।
যে সকল লক্ষ্যসমূহ নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত হয়েছে তা হলো ঃ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগীতামূলক সম্পর্ক সৃষ্টি, মৌল মানবিক অধিকার সংরক্ষণ, আর্থ-সামাজিক; অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান ইত্যাদি। জাতিসংঘের মূলনীতি বা সনদের মধ্যে রয়েছে - রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ, আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার, কোন প্রকার শক্তি বা হুমকি প্রদর্শন না করা, দেশের আভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা ইত্যাদি। জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ হলো - UNICEF, WHO, FAO, ILO, UNFPA, UNESCO এবং UNRRA.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১ জাতিসংঘের লক্ষ্য কি?
২ জাতিসংঘের মূলনীতি কি?
৩ জাতিসংঘের কমিটি কি কি?
৪ জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ কি কি?

পাঠ- ৩ ঃ জাতিসংঘের জরুরী শিশু তহবিল (টঘওঈউঋ)
United Nations International Children Emergency Fund.

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি -

☞ ৭-৩:১ ইউনিসেফের পরিচয় দিতে পারবেন।

☞ ৭-৩:২ ইউনিসেফের লক্ষ্য বলতে পারবেন।

☞ ৭-৩:৩ ইউনিসেফের কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।

৭-৩:১ ইউনিসেফের পরিচয়

ইউনিসেফ হচ্ছে জাতিসংঘ (UN) কর্তৃক পরিচালিত একটি বিশেষায়িত (Specialized) সংস্থা। জাতিসংঘ মহাসচিব কর্তৃক নিযুক্ত একজন নির্বাহী পরিচালকের (Executive Director) এর অধীনে ইউনিসেফ পরিচালিত হয়। এর সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ ঃ

১. কার্যনির্বাহি পর্ষদ (Executive Board) ঃ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পর্ষদ (ECOSOC) কর্তৃক ভৌগলিক বন্টন নীতিতে ৪১ জন সদস্য নিয়ে এটি গঠিত।

২. কর্মসূচী বিষয়ক কমিটি বা সামগ্রিক কমিটি (Programme Commitee or Commitee of the Whole)

৩. জাতীয় কমিটি (National Commitee)

৪. সচিবালয় (Secretariate)

৭-৩:২ ইউনিসেফের লক্ষ্য

জন্মলগ্ন থেকে ইউনিসেফ উন্নয়নশীল দেশের শিশুরক্ষা সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সহযোগীতা করে আসছে। ১৯৫৯ সালের সাধারণ পরিষদে গৃহীত শিশু অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা মোতাবেক শিশুর মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করাই এর প্রধান লক্ষ্য। অন্যান্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে শিশুদের পুষ্টিসাধন (Feeding), স্বাস্থ্য উন্নয়ন, শিশু, গর্ভবতী ও প্রসূতি মাদের কল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনা, হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণ, শিশু ও মাতৃকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন, যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে শিশু-কিশোরদের রক্ষা পুনর্বাসন। জাতি-ধর্ম-শ্রেণী নির্বিশেষে সকল শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণ ইত্যাদি।

৭-৩:৩ ইউনিসেফের কার্যক্রম

জাতি-ধর্ম-শ্রেণী নির্বিশেষে মা ও শিশুর সার্বিক কল্যাণে আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল বহুমুখী ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে ঃ

১. স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ঃ শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুহার রোধ ও তাদের অবস্থার উন্নতি এবং সংক্রামক ব্যাধির নিয়ন্ত্রণ সহ সার্বিক স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউনিসেফ বিভিন্ন কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে; যেমন-

ক. মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন,

খ. গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী সৃষ্টি,

গ. স্বাস্থ্যকমীদের প্রশিক্ষণ,

ঘ. ঔষধ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ,

ঙ. বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ,

চ. সুষ্ঠু স্যানিটেশন ব্যবস্থা,

ছ. সংক্রমাক ব্যাধি (যক্ষা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি) প্রতিরোধ ও নির্মূলের লক্ষ্যে টিকা, ইনজেকশন, ঔষধ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং প্রচারণা,

জ. জনগণের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি,

ঝ. আয়োডিন মিশ্রিত লবণ উৎপাদনের মাধ্যমে গলগণ্ড প্রতিরোধ,
ঞ. স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি।

২. পুষ্টি কার্যক্রম ঃ পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে ইউনিসেফ ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে ঃ যথা
ক. জনগণকে পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞানদান,
খ. কর্মীদের পুষ্টি প্রশিক্ষণ প্রদান,
গ. পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা,
ঘ. ছাত্র-ছাত্রী এবং বন্যা দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকার লোকদের মধ্যে গুড়ো দুধ, বিস্কুট ও ঔষধ বিতরণ,
ঙ. গ্রামীণ এলাকায় টিউবওয়েল স্থাপন,
চ. WHO এর সাথে যৌথ উদ্দোগে অন্ধত্ব দূরীকরণে ঔষধ-পথ্য সরবরাহ,
ছ. পুষ্টি পকিল্পনায় সহায়তা প্রভৃতি।

৩. শিক্ষা সম্প্রসারণ ঃ শিক্ষাবিস্তার ও সর্বজনীন শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে ইউনিসেফ বহুমুখী সাহায্য করেছে; যথা
ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন,
খ. পুরাতন প্রতিষ্ঠান সংস্কার সাধন,
গ. দরিদ্র ছাত্র- ছাত্রীদের মধ্যে পোষাক বিতরণ,
ঘ. শিক্ষা উপকরণ-বই, খাতা, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি সরবরাহ,
ঙ. বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও সংরক্ষণ,
চ. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

৪. নারী উন্নয়ন ঃ মহিলাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইউনিসেফ নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেঃ
ক. দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান,
খ. সেলাই ও বুনন যন্ত্র এবং অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ,
গ. দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসন ইত্যাদি।

৫. বিভিন্ন সংস্থাকে সহায়তা ঃ শিশুকল্যাণে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান ইউনিসেফের কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত। যেমন বাংলাদেশে শিশুকল্যাণ পরিষদ পরিচালিত ঢাকার পঙ্গু শিশু চিকিৎসা কেন্দ্র।

৬. অন্যান্য ঃ
ক. সমাজসেবায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তাদান,
খ. জরুরী পরিস্থিতিতে (বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি) সাহায্য প্রদান,
গ. দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসন কর্মসূচী ইত্যাদি।
ঘ. যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সশস্ত্র আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত দেশের শিশুদের রক্ষা, উদ্ধার পুনর্বাসন, নির্যাতন রোধ, পরিত্যক্ত শিশুদের পরিচর্যা ও ভরণপোষণ।
ঙ. দারিদ্র, জনসংখ্যা স্ফীতি ও পরিবেশের অবক্ষয়জনিত চক্র বা কুণ্ডলি (Poverty, Populaiton and Environment Spinali-PPE) কে নিম্নমুখী করার জন্য ইউনিসেফ কাজ করছে। তাছাড়া এটি বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে ইউনিসেফ সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান ও ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ সংস্থার আর্থিক কারিগরি ও গবেষণা সংক্রান্ত সহায়তা, মা ও শিশু কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

সার-সংক্ষেপ

"ইউনিসেফ" হচ্ছে জাতিসংঘ কর্তৃক পরিচালিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। সমস্যাগ্রস্ত ও অপুষ্টিজনিত দুঃস্থ, অসহায় শিশুদের জরুরী ভিত্তিতে খাদ্য বস্ত্র ও ঔষধ সরবরাহের লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর ইউনিসেফ গঠিত হয়। আমেরিকার নিউইয়র্কে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। এর সদস্য সংখ্যা ১২৫। এর প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে আছে ১জন নির্বাহি পরিচালক, ১ টি কার্যনির্বাহি পরিষদ, ১টি সামগ্রিক কমিটি, ১টি জাতীয় কমিটি ও সচিবালয়,

ইউনিসেফের লক্ষ্য হলো শিশুর মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা, পুষ্টিসাধন, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণ, শিশু ও মাতৃকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি।

ইউনিসেফের কার্যক্রমগুলো হলো (ক) স্বাস্থ্য সংরক্ষণ (খ) পুষ্টি কার্যক্রম (গ) শিক্ষা সম্প্রসারণ (ঘ) নারী উন্নয়ন (ঘ) বিভিন্ন সংস্থাকে সহায়তা দান ইত্যাদি। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে মা ও শিশুর কল্যাণ তথা সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পাঠত্তোর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইউনিসেফ কি?

২. ইউনিসেফের লক্ষ্য কি?

পাঠ- ৪ ঃ জাতিসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)
Word Health Organization

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি

- ☞ ৭-৪:১ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কি বলতে পারবেন।
- ☞ ৭-৪:২ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার লক্ষ্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- ☞ ৭-৪:৩ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।

৭-৪:১ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কী ?

জাতিসংঘের অন্যতম বিশেষায়িত সংস্থা হচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। সকলের সর্বোচ্চ পর্যায়ে স্বাস্থ্য উন্নয়নে ১৯৪৬ সালের জুন জুলাই মাসে নিউইয়র্কে ৬ টি দেশের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ২২ জুলাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গঠনতন্ত্র সাক্ষরিত হবার পর ১৯৪৮ সালের ৭ই এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গঠিত হয়। এজন্য প্রতি বছর ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়। সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৬৪। প্রাথমিক পর্যায়ে এ সংখ্যা ৯০ তে উন্নীত হয় এবং বর্তমানে মোট সদস্য সংখ্যা ১৮০। সংস্থার সংবিধান মেনে নিয়ে জাতিসংঘের যে কোন সদস্য এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ জন্য এজন্য তাকে আবেদন করতে হয়। সভায় সাধারণ সংখ্যাধিক্যের সমর্থনে আবেদন মঞ্জুর হলে আবেদনকারী রাষ্ট্র সদস্যপদ লাভ করে। তাছাড়া কোন ভৌগলিক অঞ্চলও এর সহযোগী সদস্য হতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রশাসনিক কাঠামো নিম্নরূপ ঃ

১. সকল সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলন,
২. ৩১ সদস্য বিশিষ্ট এক কার্যনির্বাহি বোর্ড,
৩. সচিবালয় এবং
৪. ৬ আঞ্চলিক কমিটি।

৭-৪:২ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার লক্ষ্যঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে জনস্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ উন্নতি সাধন; জাতি ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের সর্বোত্তম স্বাস্থ্য সুনিশ্চিতকরণ। এতুদ্দেশ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অন্যান্য লক্ষ্য হচ্ছে

১. স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি,
২. স্বাস্থ্যমান উন্নয়ন,
৩. গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ,
৪. স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নে সহায়তা,
৫. 'রোগ দারিদ্র আনে, দারিদ্র রোগ আনে'-এ দুষ্ট চক্রের অবসান।

৭-৪:৩ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কার্যক্রমঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

১. **সংক্রামক ব্যাধি নির্মূল** ঃ 'WHO' সদস্য রাষ্ট্রসমূহ থেকে সংক্রামক রোগসমূহ যেমন কলেরা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কুষ্ঠরোগ, যক্ষা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এজন্য বিভিন্ন কারিগরি, আর্থিক, বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
২. **স্বাস্থ্য সংরক্ষণ** ঃ সুস্বাস্থ্য অর্জন ও সংরক্ষণে 'WHO' জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করে। রোগ ব্যাধির লক্ষণ, কারণ, প্রভাব, প্রতিকার প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ ও প্রচার ও বিতরণ করে। স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান, পরামর্শ দান, পরিবেশ উন্নয়ন প্রভৃতির মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সহায়তা করে।

৩. **স্বাস্থ্য শিক্ষা ঃ** স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে 'WHO' সদস্যদেরকে সহায়তা দেয়। চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও উন্নয়ন, স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকদের বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, নার্স, শিক্ষক ও সমাজকর্মী প্রেরণ এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা নেয়া।

৪. **মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন ঃ** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মা শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে চিকিৎসা, ঔষধ বিতরণ, পরামর্শ প্রদান, মাতৃসদন ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন, ধাত্রী প্রশিক্ষণ, পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য সরবরাহ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৫. **গবেষণা ঃ** স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে 'WHO' ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা করে। এজন্য বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে 'WHO' স্বাস্থ্য বিষয় সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যের ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে (clearing house) কাজ করে। সদস্যদের সর্বশেষ উন্নয়ন (ঔষধ, প্রতিষেধক, আনবিক রশ্মি) অবহিত করে, আন্তর্জাতিক ঔষধ প্রস্তুতবিদ্যা (Pharmacopoeia) এবং অসংখ্য কারিগরি প্রকাশনা প্রকাশ করে।

৬. **স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন ঃ** 'WHO' সদস্য দেশের সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করে। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, শক্তিশালী স্বাস্থ্যব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদিতে সাহায্য করে।

৭. **স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি ঃ** 'WHO' জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান, প্রচারণা, আলোচনা সভা, সম্মেলন, প্রকাশনা প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

৮. **মহামরি প্রতিরোধ ঃ** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্বের যে কোন স্থানে দুর্যোগ ও মহামারি প্রতিরোধকল্পে সতর্কতা সেবা (warning service) প্রদান করে এবং স্থল, জল ও আকাশ মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ভ্রমণের উপর স্বাস্থ্য নির্দেশিকার সুপারিশ পেশ করে।

৯. **শিশুরোগ প্রতিরোধ ঃ** জন্মের পর থেকে শৈশবকালীন শিশুর ৬ মারাত্মক রোগ প্রতিরোধকল্পে স্বাস্থ্য সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। যেমন পোলিও, হাম, ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, যক্ষা ও হুপিং কাশি প্রতিরোধ করে রোগমুক্ত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বিশ্ব নাগরিক গঠনে সংস্থা নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

১০. **মানসিক স্বাস্থ্য ঃ** মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, তথ্য সংগ্রহ, শিক্ষা প্রদান, পেশাদার ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ব্যাপারে 'WHO' তৎপর। ১৯৪৮ সালে 'WHO' র সমর্থনে 'World Federation For Mental Health' নামক সংস্থা গঠিত হয়।

১১. **যৌথ কার্যক্রম ঃ** 'WHO' স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়, মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন, যুবকদের সুসংগঠিতকরণ, আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে UNICEF, ILO, UNESCO প্রভৃতি সংস্থার সাথে সমন্বয়ধর্মী ও যৌথ কার্যক্রম হাতে নেয়। আন্তর্জাতিক স্তরে জনস্বাস্থ্য রক্ষা প্রসারের সঙ্গে যুক্ত সকল কার্যাবলীর সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব এই সংস্থাই বহন করে।

১২. **এইড্স প্রতিরোধ ঃ** মরণব্যাধি এইডস প্রতিরোধকল্পে 'WHO' ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ২০০০ সালের মধ্যে HIV তে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ মিলিয়ন। আফ্রিকার প্রায় ৫০ শতাংশ লোক এতে আক্রান্ত যেখানে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সম্পদ নেই "WHO has been called on to lead the campaign to control the spread of the human immunodeficiency virus (HIV). increasing attention is also being paid the enormous social welfare aspects of AIDS."

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও কর্মসূচী সম্প্রসারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ভূমিকা অপরিসীম। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও বিকাশ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রমের মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব সম্পাদন করে থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হলো জাতিসংঘের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধক সংস্থাসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি সফল সংস্থা।

বিশ্ববাসীর সুস্বাস্থ্য সংরক্ষণ থেকে শুরু করে রোগ প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়ন, গবেষণা ও শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য অবকাঠামো ও পরিবেশ পরিস্থিতি উন্নয়ন প্রভৃতি সার্বিক ক্ষেত্রে এ সংস্থার সাফল্যের নজির বিদ্যমান।

সার-সংক্ষেপ

'শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য বিশ্বের সকল মানুষের স্বাস্থ্য অপরিহার্য' এ মহাসত্যকে সামনে রেখে জাতিসংঘের অন্যতম অঙ্গ সংগঠন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৪৮ সালের ৭ই এপ্রিল গঠিত হয়। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভায় অবস্থিত। এ সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো - বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলন, কার্যকরী বোর্ড, সম্পাদকীয় বোর্ড নিয়ে গঠিত। রোগমুক্ত বিশ্ব গঠন ও সবার জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করাই এ সংস্থার মূল লক্ষ্য এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করা, সংক্রামক ব্যাধি নির্মূল, স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন, স্বাস্থ্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কার্যক্রম গুলো হলো মা শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল, চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে গবেষণা, যৌথ সমাজসেবামূলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্য শিক্ষা, মহামারি প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি, শিশুরোগ প্রতিরোধ, মানসিক স্বাস্থ্য, এইড্স প্রতিরোধ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কী?

২ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার লক্ষ্য কী?

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। _____ সালের _____ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গঠিত হয়।

২। প্রতিবছর _____ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়।

৩। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মোট সদস্য সংখ্যা _____।

পাঠ- ৫ ঃ জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল (টঘঋচঅ)
United Nations Fund For Population Activity

উদ্দেশ্য
এই পাঠটি পড়ে আপনি
- ☞ ৭-৫:১ জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিলের পরিচয় তুলে ধরতে পারবেন।
- ☞ ৭-৫:২ জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিলের লক্ষ্য বলতে পারবেন।
- ☞ ৭-৫:৩ জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিলের কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।

৭-৫:১ জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিলের পরিচয় ঃ
'ইউএনএফপিএ' জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থা। এর পূর্ণরূপ হচ্ছে United Nations Fund for Population Activities সংক্ষেপে 'UNFPA' 'জাতিসংঘের জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল'।
বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে জনসংখ্যা কার্যক্রমে কার্যকরী সহায়তা দানের উদ্দেশ্যেই এই তহবিল গঠন করা হয়। ১৯৬৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে জনসংখ্যা কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাবনা রাখা হয়। উক্ত প্রস্তাবনার ভিত্তিতেই প্রথমে একটি ট্রাষ্ট ফাণ্ড গঠন করা হয়। পরবর্তিতে ১৯৬৯ সালে এই ফাণ্ডের নামকরণ করা হয় 'জাতিসংঘের জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল'। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। এ সংস্থার কার্যক্রম আট অঞ্চলে বিভক্ত। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (উঈঙঝঙঈ) এটি পরিচালনা করে থাকে। ১৯৭৩ সালে পরিষদ তহবিলকে জনসংখ্যা সম্পর্কিত ম্যাণ্ডেট প্রদান করে ও ১৯৮৩ সালে সেটি পুনর্ব্যক্ত করে।

৭-৫:২ জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিলের লক্ষ্য ঃ
'জাতিসংঘের জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল' এর লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ
১. জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রমে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দান।
২. বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ।
৩. মৃত্যুহার হ্রাস।
৪. পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন এবং জনসংখ্যা সম্পর্কিত নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন।
৫. জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন।
৬. জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা ও মৌলিক তথ্যাদি সংগ্রহ।
৭. জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলায় কর্মকৌশল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।
৮. প্রকল্পসমূহের সমন্বয় সাধনে জাতিসংঘ ব্যবস্থার অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ।

৭-৫:৩ জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিলের কার্যক্রম ঃ
'জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল' সমাজকল্যাণ বা জনসংখ্যা ক্ষেত্রে যেসব ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তা হলো ঃ
১. পরিবার পরিকল্পনা ঃ মাতৃসদন বা প্রসব ব্যবস্থা, পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা এবং উর্বরতা (Fertility) নিয়ন্ত্রণ কৌশল নির্ধারণে সহায়তা দান।
২. যোগাযোগ ঃ পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
৩. শিক্ষা কর্মসূচী ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের বাইরে জনসংখ্যা বিষয়ক শিক্ষাদান কর্মসূচী পরিচালনা।
৪. জরিপ ও গবেষণা ঃ জনসংখ্যা বিষয়ক মৌলিক তথ্য ও পরিসংখ্যান সরবরাহের উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে গবেষণা ও পরিচালনা। এতে রয়েছে লোক গণনা, আবশ্যকীয় পরিসংখ্যান ও মৌলিক গবেষণা।
৫. জনসংখ্যার গতি নির্ধারণ ঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি (জনসংখ্যা তথ্য, ঝোঁক ও ফলাফল) নির্ধারণ এবং জনসংখ্যা ও দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ।
৬. জনসংখ্যা নীতি ও কর্মসূচী ঃ বিভিন্ন নীতির মূল্যায়ন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় সাধন।
৭. নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন ঃ জনসংখ্যা নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহায়তা, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর বাইরে (Demography) জনবিজ্ঞান বিষয়ক কাজ কর্ম ত্বরান্বিত করা।
৮. প্রশিক্ষণ ও প্রকল্প পরিচালনা ঃ পরিবার পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও শূন্য জনসংখ্যা প্রকল্প পরিচালনা করা।

৯. উপকরণ ঃ জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সরবরাহ করা।
১০. বিশেষ কর্মসূচী ঃ মহিলা, শিশু, তরুণ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, দরিদ্র, অসহায় ও অসুবিধাগ্রস্ত শ্রেণীর জন্য বিশেষ সাহায্যদান কর্মসূচী গ্রহণ।
১১. বিবিধ কর্মসূচী ঃ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সেমিনার, সম্মেলন, তথ্য প্রচার ও প্রকাশনা, আন্তঃবিভাগীয় শৃংখলা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, জনবিজ্ঞান সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা প্রভৃতির মাধ্যমে জনসংখ্যার চিত্র তুলে ধরা।

পরিশেষে বলা যায়, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও অন্যান্য সমস্যা মোকাবেলায় UNFPA অনন্য ভূমিকা পালন করছে।

সার-সংক্ষেপ

১৯৬৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে জনসংখ্যা কার্যক্রমের উপর একটি 'ট্রাষ্ট ফাণ্ড' গঠন করা হয়। ১৯৬৯ সালে এই ফাণ্ডের নামকরণ করা হয় 'জাতিসংঘের জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল'। এ সংস্থার সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত। UNFPA এর লক্ষ্য হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, উর্বরতা, জনসংখ্যার গতি নির্ধারণ, জনসংখ্যা নীতি ও কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি। বাংলাদেশে UNFPA এর কার্যক্রমগুলো হলো পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী, যোগাযোগ ও শিক্ষা কর্মসূচী, মৌলিক তথ্য সংগ্রহ, জনসংখ্যার গতি নির্ধারণ, জনসংখ্যা নীতি ও কর্মসূচী গ্রহণ, জনসংখ্যা নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও অন্যান্য সমস্যা মোকাবেলায় UNFPA অনন্য ভূমিকা পালন করছে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল কি?
২. জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিলের লক্ষ্য কি?

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ইউ এন এফ পি এ ____ একটি বিশেষ সংস্থা।
২. ____ জাতিসংঘের জনসংখ্যা কার্যক্রম _____।

পাঠ- ৬ ঃ কেয়ার (CARE)
Co operation For American Relief Everywhere

উদ্দেশ্য
এই পাঠটি পড়ে আপনি
- ☞ ৭-৬:১ কেয়ার কি তা বলতে পারবেন
- ☞ ৭-৬:২ বাংলাদেশ কেয়ার এর প্রকল্পগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

৭-৬:১ কেয়ার এর পরিচয় ঃ

কেয়ার (CARE) জাতিসংঘ বহির্ভূত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারী সাহায্য সংস্থা। ১৯৯৫ সালে এ সাহায্য সংস্থা গঠিত হয়। কেয়ার আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা এবং বিশ্বের ধনী রাষ্ট্রগুলোর সাহায্য নিয়ে বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা করে।

৭-৬:২ বাংলাদেশ কেয়ার এর প্রকল্পগুলোর বর্ণনা ঃ

নিচে বাংলাদেশ কেয়ার এর প্রকল্পগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

১. গ্রামীণ অবকাঠামো সেক্টর ঃ কেয়ার রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেক্টর গ্রামীণ এলাকার অধিক দরিদ্র জনগণের আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামের রাস্তাগুলো পুনর্নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার উদ্যোগ নিয়েছে।

২. সমন্বিত খাদ্য উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ (Integrated Food For Development) কেয়ার বাংলাদেশ সমন্বিত উন্নয়নের জন্য খাদ্য কর্মসূচী নামে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে যার উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাজার ব্যবস্থার পরিধি বাড়িয়ে দ্রব্য সামগ্রী চলমান করা এবং জনগণের সেবার মান উন্নয়ন, সুবিধা বৃদ্ধি এবং হাতের কাছে নিয়ে আসা।

৩. Flood Probing Pilot Project (FPP) ঃ কেয়ার বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষামূলক প্রজেক্ট এর উদ্দেশ্যে বন্যার করাল গ্রাস থেকে গৃহস্থানীয় সম্পদ রক্ষা করায় সচেষ্ট হওয়া এবং কম খরচে নতুন কারিগরি সহযোগীতায় গৃহনির্মাণ করে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বন্যায় ক্ষতিকর অর্থনৈতিক প্রভাব কমিয়ে আনা।

৪. Disaster Management Unit (DMO) ঃ কেয়ার সাইক্লোন পরবর্তি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ১৯৯৩ সালে ইউ.এস.এইড এর আর্থিক সহযোগীতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইউনিট বা DMO গড়ে তোলে। একাজ সরকারী বেসরকারী ভাবে গৃহিত ও পরিচালিত পদক্ষেপকে আরো শক্তিশালী, গতিশীল ও সময়োপযোগী করে তোলা DMO এর প্রধান উদ্দেশ্য।

৫. Rural Maintenance Program (RMP) ঃ পল্লী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী CIDA এর সমর্থনিপুষ্ট গ্রামীণ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত একটি বিশাল এবং ব্যাপক শ্রমনির্ভর কার্যক্রম। এর লক্ষ্য হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করা RMP প্রতি বছর ৬০০০০ দুঃস্থ মহিলাদের গ্রামের মাটির রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত করছে। ইউনিয়ন পরিষদের সমন্বয়ের মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

৬. Health And Population Sector ঃ এ সেক্টরের মূল লক্ষ্য হলো স্বাস্থ্যগত অবস্থার উন্নয়ন এবং মহিলা ও শিশুদের জীবন পরিচর্যায় পরিবর্তন আনয়ন করা। এ লক্ষ্যে বিশুদ্ধ পানি সরবারাহ করা, পয় নিস্কাষণ ব্যবস্থা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টিচাহিদা পূরণ, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

৭. Non-Governmental Organization Family Planing S Project (NGO-SP) ঃ কেয়ার পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে সর্বজনীন করার জন্য (NGO-SP) নামে একটি প্রজেক্ট গ্রহণ করেছে। এ প্রজেক্টের লক্ষ্য হলো প্রজনন হার হ্রাস করা, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার কমানো, সেবা বাগানো ও সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।

৮. Child Health International For Lasting Development. ঃ ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ সরকার দেশের ছয় বছরের কম বয়সী শিশু ও প্রজননক্ষম মহিলাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪টি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ক) সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী খ) ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ গ) পরিবার পরিকল্পনা এবং ঘ) ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বিতরণ।

৯. CARE Sanitation And Family Education Resource (SAFER) ঃ বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাষণ ব্যবস্থা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিক্ষাদান করা প্রভৃতি সম্পর্কে সমাধান করার জন্য কেয়ার বাংলাদেশে পাঁচ বছর মেয়াদী এ প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

১০. Women's Development Project (WDP) ঃ এ প্রকল্প গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য উন্নয়ন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষা, ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ, পয়ঃনিষ্কাষণ, পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টিজ্ঞান, গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং ক্ষুদ্র ঋন দিয়ে, বীজ দিয়ে কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করছে।

১১. Stopping HIV/AIDS Through Knowledge And Training Initiative. (SAKTI) ঃ এ প্রকল্প ঐওঠ/অওউঝ এর সংক্রমন থেকে রক্ষা করতে এবং প্রতিরোধ করতে বিস্তারিত শিক্ষাদানে বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ গ্রহণে ও জনগণকে সহযোগীতা করে।

১২. Agriculture And Natural Resource Sector ঃ এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো গ্রামীণ জনগণের জীবন যাপন প্রণালীর উন্নয়ন। এই লক্ষ্য অর্জনের বর্তমানে ব্যবহৃত কৃষি উপকরণের মান উন্নয়ন এবং লাভ তুলে এনে ছোট খামার প্রতিষ্ঠা করে আয় বৃদ্ধি করা।

উপরোক্ত কার্যক্রম ছাড়া কেয়ার বাংলাদেশ এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরো কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সার-সংক্ষেপ

১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি বেসরকারী সাহায্য সংস্থা হলো কেয়ার (CARE)। এ সংস্থার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হতে বিশ্বের অন্যান্য স্থানের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে সাহায্য প্রেরণ করা হয়। কেয়ার আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা এবং বিশ্বের ধনী রাষ্ট্রগুলো হতে সাহায্য নিয়ে প্রকল্প পরিচালনা করে। বাংলাদেশে কেয়ারের সর্ববৃহৎ প্রকল্প হলো কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী (Food for work)। গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ এ প্রকল্পের পরিধিভূক্ত। কাজের বিনিময়ে খাদ্য, টেষ্ট রিলিফ, ভিজিডি (Vulnerable group Development) প্রভৃতি খাতে কেয়ার সাহায্য করে থাকে। গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। চরম দারিদ্রে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠীকে অনাহার থেকে বাঁচানো এবং তাদের আয় বর্ধনকারী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার যে নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচী (Safty Net work) বাস্তবায়ন করছেন, তাতে কেয়ার সহযোগিতা প্রদান করছে। ভূমিহীন কৃষকদের উন্নয়ন ও নারী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে কেয়ার সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। কেয়ার (যুক্তরাষ্ট্র) কেয়ার (যুক্তরাজ্য) কেয়ার (ফ্রান্স) বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থ যোগান দিয়ে যাচেছ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার সাধনে কেয়ার বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কেয়ার কী ?

২. বাংলাদেশ কেয়ার এর প্রকল্পগুলো বর্ণনা করুন।

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. কেয়ার বহির্ভূত _____ একটি _____ বেসরকারী সংস্থা।

২. ____ সালে গঠিত হয়।

পাঠ- ৭ ঃ ইনফাণ্ড ডো মোণ্ড (ইডিএম)
Enfans Do Monde (EDM)

উদ্দেশ্য
এই পাঠটি পড়ে আপনি
☞ ৭-৭:১ ইনফাণ্ড ডো মোণ্ড এর পরিচয় দিতে পারবেন।
☞ ৭-৭:২ ইনফাণ্ড ডো মোণ্ড এর কার্যক্রম বলতে পারবেন।

৭-৭:১ ইনফাণ্ড ডো মোণ্ড এর পরিচয় ঃ

শিশুকল্যাণে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা হলো ইনফাণ্ড ডো মোণ্ড। ইনফাণ্ড ডো মোণ্ড এটি সুইস ভাষা যার বাংলা অর্থ হলো "বিশ্বের শিশু"। সূচনাকালে এ সংস্থার নাম ছিল আন্তর্জাতিক শিশুকল্যাণ সংস্থা (Internatioal Union For Child Wealfare)। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ইডিএম এর কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটে। যুদ্ধকালীন সময়ে অসংখ্য বাঙালী যখন প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেয় ইডিএম তখন কোলকাতার সল্ট লেকে একটি পূণর্বাসন কেন্দ্র খোলে। দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশে দশটি শিশু অভ্যর্থনা কেন্দ্র খোলে। ১৯৭৩ সন পর্যন্ত এ কার্যক্রম চালু থাকে, অতপর ইডিএম গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচন কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে।

৭-৭:২ ইনফাণ্ড ডো মোণ্ড এর কার্যক্রম ঃ

স্থানীয় এনজিওগুলোকে সমর্থনমূলক কার্যক্রম এবং মা ও শিশুসেবায় এটি নিয়োজিত। ইডিএম পরিচালিত শিশুকল্যাণ মূলক কার্যক্রমগুলো গতিশীল। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইডিএম বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। ইডিএম পরিচালিত কার্যক্রমগুলো হলোঃ

১. গ্রামীণ পরিবার ও শিশুকল্যাণ প্রকল্প;
২. হস্তশিল্প প্রকল্প;
৩. মানিকগঞ্জে সাটুরিয়া গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প;
৪. ইডিএম বয়েজ হোম;
৫. ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম;
৬. বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র;
৭. গৃহায়ন কর্মসূচী;
৮. দুঃস্থ শিশু শিক্ষা কার্যক্রম;
৯. দুঃস্থ মহিলা প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম;

১. গ্রামীণ পরিবার ও শিশুকল্যাণ প্রকল্প (The Rural Family and Child Welfare Project) ঃ এটি বাংলাদেশে সরকারের সমাজসেবা বিভাগ ও ইডিএম পরিচালিত যৌথ প্রকল্প। গ্রামীণ জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্প গৃহিত হয়। এ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হলো
   ক. দরিদ্রদের আয় বর্ধনের জন্য ঘূর্ণায়মান তহবিল (Revolving fund) হতে ঋন প্রদান করা।
   খ. লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর (Target group) সার্বিক সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত কল্যাণ সাধনে সহায়তা করা।
   গ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা।

উপর্যুক্ত লক্ষ্যার্জনের জন্য গ্রামীণ পরিবার ও শিশুকল্যাণ প্রকল্পে বাস্তবায়িত কর্মসূচীগুলো হলো, সমাজসেবা কমিউনিটি কেন্দ্র, ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্র ঋণ, পরিবার পরিকল্পনা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং জনসমষ্টি উন্নয়ন সেবা।

২. হস্তশিল্প প্রকল্প (The EDM Handicarft Project) ঃ সমবায়ের মাধ্যমে দরিদ্র কারিগর পরিবারের কল্যাণে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়।
৩. মানিকগঞ্জে সাটুরিয়া গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প (The EDM Saturia Rural Development Project) ঃ মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়ায় ১৯৮৯ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহায়ন পুনর্বাসনের মাধ্যমে এ প্রকল্পের সূচনা হয়। প্রথম পর্যায়ে সুইডিস রেডক্রসের সহযোগীতায় ইডিএম গৃহায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের চেষ্টা চালায়। গ্রামীন জনগন এবং ইডিএম ও সমাজসেবা বিভাগের যৌথ প্রচেষ্টায় আত্মনির্ভরতা অর্জনের মহান লক্ষ্যে আলোচ্য গ্রামে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৪. ইডিএম বয়েজ হোম (The EDM Boys Homes) ঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়া ও নওগাঁ জেলায় দুটি বয়েজ হোম ১৯৯০ সাল হতে ইডিএম পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য দুটি Boys Homes ১৯৭৮ সালে সরকার এবং YMCA এর যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

৫. ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম (The EDM Relief and Rehabilitation Efforts) ঃ ভৌগলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগে রয়েছে। বিভিন্ন দুর্যোগ পরবর্তি সময়ে দুর্গত এলাকার জনগণের মধ্যে ইডিএম এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহযোগীতায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

৬. বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র (The EDM Flood Shelters) ঃ ইডিএম ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার পর সুইজারল্যাণ্ডের একটি সাহায্য সংস্থার সহযোগীতায় ২৫০ জন ধারণক্ষমতা আটটি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করে। স্বাভাবিক সময়ে এগুলো কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৭. দুঃস্থ শিশু শিক্ষা কার্যক্রম (Underprivileged Children's Educational Programme-UCEP) ঃ দুঃস্থ কর্মজীবি শিশু শিক্ষা কার্যক্রম যেটি সংক্ষেপে (UCEP) নামে পরিচিত। তা ইডিএম এর আংশিক অর্থ সাহায্য পুষ্ট, যা শিশু কল্যাণমূলক প্রকল্প। দরিদ্র ও ভাসমান শিশুদের সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষাদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এর লক্ষ্য। এ প্রকল্পের সাধারণ ও কারিগরি স্কুলে লক্ষ্যভুক্ত শিশুদের সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

৮. দুঃস্থ মহিলা প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম (Center for Training and Rehabilitation of Destitute Woment) ঃ পরিত্যক্ত শিশু ও মায়েদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৮১ এ কর্মসূচী গৃহীত হয়। দুঃস্থ মহিলা প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য হলো পরিত্যক্ত শিশুদের পারিবারিক পরিবেশে লালন পালনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৯. উপরোক্ত কর্মসূচীর বাইরে ইডিএম শিশুকল্যাণ গবেষণা ও প্রকাশনার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের শিশুকল্যাণে ইউএম (সাবেক আন্তর্জাতিক শিশুকল্যাণ ইউনিয়ন-ICUW) কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

সার-সংক্ষেপ

ইনফাণ্ড ডো মোণ্ড (ইডিএম) শিশুকল্যাণে নিয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা। সূচনাতে এই সংস্থার নাম ছিল আন্তর্জাতিক শিশুকল্যাণ সংস্থা। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ইডিএম এর কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটে। ১৯৭৩ সন পর্যন্ত এ কার্যক্রম চালু থাকে। অতপর ইডিএম গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচন কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। ইডিএম পরিচালিত বহুমুখী কার্যক্রমগুলো হলো- গ্রামীণ পরিবার ও শিশুকল্যাণ প্রকল্প; হস্তশিল্প প্রকল্প; মানিকগঞ্জে সাটুরিয়া গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প; ইডিএম বয়েজ হোম; ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম; বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র; গৃহায়ন কর্মসূচী; দুঃস্থ শিশু শিক্ষা কার্যক্রম; দুঃস্থ মহিলা প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম ইত্যাদি। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের শিশুকল্যাণে ইডিএম কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইডিএম কি?

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। ইনফাণ্ড ডো মোণ্ড _____ যার বাংলা অর্থ হলো _____।

২। _____ সালের _____, _____ মধ্য দিয়ে ইডিএম এর কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটে।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ইউনিসেফের কার্যক্রম বর্ণনা করুন।

২. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কার্যক্রম আলোচনা করুন।

৩. জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলের কার্যক্রম লিখুন।

৪. বাংলাদেশ কেয়ার এর প্রকল্পগুলো লিখুন।

৫. ইডিএম এর কার্যক্রমগুলো বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠ ৭.১ শূন্যস্থান ১। আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ১৮৯৩, শিকাগোতে, দানশীলতা, সংশোধন, মানবহিতৈষণার, আন্তর্জাতিক, ২। ১৯৪৫, ২৪

পাঠ ৭.৪ শূন্যস্থান ১। ১৯৪৮,৭ ২। ৭এপ্রিল ৩। ১৮০

পাঠ ৭.৫ শূন্যস্থান ১। জাতিসংঘের ২। UNFPA, তহবিল

পাঠ ৭.৬ শূন্যস্থান ১। জাতিসংঘ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক, আন্তর্জাতিক ২। ১৯৪৫, সাহায্য সংস্থা

পাঠ ৭.৭ শূন্যস্থান ১। সুইস ভাষা, বিশ্বের শিশু। ২। ১৯৭১, স্বাধীনতা যুদ্ধেও